

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৩তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : সৈয়দ আবুল হোসেন, মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

তারিখ : ২৫/০৩/২০০৯।

সময় : বিকাল ০৩:৩০ টা।

স্থান : সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'

সভার সভাপতি এবং মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী, সৈয়দ আবুল হোসেন সভায় সূচনামূলক বক্তব্য রাখেন। অতঃপর তাঁর সদয় সম্মতিক্রমে সেতু বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব, সৈয়দ মোহাম্মদ জোবায়ের-এর মৃত্যুতে একটি শোক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয় এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে বোর্ডের পক্ষ থেকে তাঁর পরিবারের নিকট শোক প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১ : ৯২তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

৯২তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণী সম্পর্কে কারো কোন বক্তব্য/মন্তব্য না থাকায় তা নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : ৯২তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অঙ্গতি অবহিতকরণ।

নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের গত ২১/০৮/২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সেতু কর্তৃপক্ষের ৯২তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের অঙ্গতি বিস্তারিতভাবে সভাকে অবহিত করেন। আলোচনাকালে উক্ত সভার আলোচ্যসূচি-৭ অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু সেতু সেনানিবাস সংলগ্ন এলাকার ভাঙ্গনের বিষয়ে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি সভায় জানান যে, সেতুর পূর্ব গাইড বাঁধের উজানে প্রায় ৩০০ মিটার ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছে যা সেনানিবাসের জন্য হৃষ্মকীম্বৰকৃপ। তাই এ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, গত ১৭/১২/২০০৮ তারিখে প্রাক্তন মাননীয় যোগাযোগ উপদেষ্টার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী IWM এবং CEGIS হতে রিপোর্ট পাওয়ার পর পানি উন্নয়ন বোর্ড এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। আলোচনাত্তে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

২.২। সিদ্ধান্ত :

“বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব গাইড বাঁধের সেনানিবাস সংলগ্ন এলাকায় আগামী কয়েক বছরের ভাঙ্গনের পূর্বাভাস এবং উক্ত এলাকায় প্রতিরোধমূলক কোন অবকাঠামো নির্মাণ যুক্তিসংস্কৃত হবে কিনা সে বিষয়ে IWM এবং CEGIS হতে রিপোর্ট পাওয়ার পর পানি উন্নয়ন বোর্ড উক্ত এলাকায় ভাঙ্গন প্রতিরোধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।”

Abul Hasan

মনি মাঝুর

আলোচ্যসূচি-৩ : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগবিধি (তফসিল) অনুমোদন।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, "যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প" সমাপ্তির পর প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের নিমিত্ত ১৫৭টি পদের বেতনক্ষেত্রে নির্ধারণের জন্য তৎকালীন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২৮/৬/২০০৫ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হলে ২৪/৮/২০০৫ তারিখের পত্র মারফত কিছু শর্ত সাপেক্ষে ৫১ (একার্ষ)টি ক্যাটাগরীর ১৫৭টি পদের বেতনক্ষেত্রে নির্ধারণে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। পরবর্তীতে অর্থ বিভাগ হতে গত ২৫/১১/০৭, ১৬/১০/০৮ এবং ২/১২/০৮ তারিখে মোট ৪টি স্মারকে ৫টি নতুন পদ সৃষ্টিসহ কয়েকটি ক্যাটাগরীর পদের বেতনক্ষেত্রে পুনঃ নির্ধারণ করা হয়।

৩.২। নির্বাহী পরিচালক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক খসড়া নিয়োগবিধির প্রয়োজনীয় সংশোধন করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৩/১০/২০০৮ তারিখের সম/(বিধি-২)-এসআর-৩/২০০৭-৩৫৮ নং পত্র মারফত নিম্নরূপ শর্ত সাপেক্ষে নিয়োগবিধি (তফসিল) প্রণয়নের সম্মতি প্রদান করা হয়ঃ

- (১) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭/১০/১৯৮৭ তারিখের এমই/আর-১/এসআর-১৩/৮৭-১২৫(৪২) নং স্মারকের মাধ্যমে প্রেরিত মডেল নিয়োগ বিধিমালা, ২৬/১০/৮৮ তারিখের সঃমৎ/আর-১/এসআর-৩/৮৮-২৪৬(৪২) নং স্মারক, ২৪/৯/৯১ তারিখের সম/আর-১/এসআর-১/৮৯-২৭৬(৫০) নং স্মারক ও ০৯/০১/৯১ তারিখের এমই/আর-১/এসআর-১৮/৮৭-১০(৩০) তারিখের স্মারকের নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে (এস্টাঃ ম্যানঃ ১৯৯৫, ভলিঃ-১, পৃষ্ঠা ২৮১-৩১১, ৩১২-৩১৩, ৩১৪-৩১৬, ৩১৭-৩১৮) এছাড়াও অর্থ বিভাগের ২৪/১২/৭৭ তারিখের MF(ID-Q-I-77/891 নং স্মারক, জাতীয় বেতন ভাতাদি আদেশ ২০০৫ এ প্রদত্ত শর্তাবলী অনুসরণযোগ্য। একই সাথে সংশ্লিষ্ট আইন/ অর্ডিন্যান্স এর বিধান অনুসরণ করতে হবে।
- (২) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক সম্মতির আলোকে পদ সৃষ্টির জি.ও-তে যে পদনাম ও বেতন ক্ষেত্রে পদগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে, প্রস্তাবিত তফসিলে হবহ সেভাবে সম্মিলিত করতে হবে। বিবেচনাধীন রয়েছে এমন কোন প্রস্তাৱ অনুসরণ করে পদ অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। শুধুমাত্র সংস্থাপন ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে পদনাম, পরিবর্তন সংক্রান্ত জি.ও জারীর পর সে অনুযায়ী সম্মিলিত করা যাবে।
- (৩) অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ কর্তৃক বেতনক্ষেত্রে যাচাই ও নির্ধারিত নিয়োগ যোগ্যতা অনুসরণ করতে হবে।
- (৪) এনাম কমিটি এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হালনাগাদ সাংগঠনিক কাঠামো অনুসরণশীল।
- (৫) সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী Executive Director সহ যে সকল পদ সরকার কর্তৃক নিয়োগযোগ্যতা সেগুলি প্রস্তাবিত তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।"

৩.৩। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত তফসিল গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ডের অনুমোদন এবং অতঃপর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভোটিং এর প্রয়োজন হবে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভার সভাপতি মহোদয় অন্যান্য সংস্থার ন্যায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য উপ-সচিব পদমর্যাদার একটি 'সচিব' পদ সৃষ্টি করে উক্ত পদে প্রশাসন ক্যাডারের মাঠ পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা পদায়নের পরামর্শ দেন। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সচিব বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্বসহ অন্যান্য সংস্থার সাথে পত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করবেন।

১/১০৮৮

১/১০৮৮

৩.৪। এ পর্যায়ে তফসিলের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সম্মানিত সদস্যগণ নিম্নরূপ সংশোধনীর সুপারিশ করেনঃ

- তফসিলের ৪নং কলামের শিরোনাম “সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি” এর পরিবর্তে “নিয়োগের পদ্ধতি” উল্লেখ করা যেতে পারে;
- তফসিলের ৫নং কলামে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল পরিচালকের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা একই উল্লেখ করা হয়েছে, যা সংশোধন করা যেতে পারে;
- পদবী উল্লেখের ক্ষেত্রে বাংলা এবং ইংরেজীর সংমিশ্রণ ঘটেছে, যা সংশোধন করা যেতে পারে;
- তফসিলে উল্লিখিত ‘পদসংখ্যা’ ও ‘গ্রেড’ বাদ দেওয়া যেতে পারে;
- ৪ নং কলামে উল্লিখিত ‘পদোন্নতি/প্রেষণে/সরাসরি’ শব্দগুলোর পর “পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে নিয়োগ দিতে হবে এবং প্রেষণে পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগ দিতে হবে” উল্লেখ করা যেতে পারে।

৩.৫। সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৩/১১/২০০৮ তারিখের পত্রে উল্লিখিত শর্তের কারণে শিরোনাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংশোধনের যথেষ্ট অবকাশ নেই। তবে সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে সকল অংশে সন্নিবেশ/সংযোজন করা হয়েছে কেবলমাত্র সে সকল অংশে সংশোধন করা সম্ভব। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে বর্তমানে ১৬২টি পদের মধ্যে ৪৪টি পদ শূন্য রয়েছে। অনুমোদিত নিয়োগবিধি না থাকায় পদোন্নতি বা নতুন নিয়োগের মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ করা যাচ্ছে না। ফলে কর্তৃপক্ষের কাজের বিষ্ণু সৃষ্টি হচ্ছে। এ বিবেচনায় নির্বাহী পরিচালক নিয়োগবিধিটি অনুমোদনের অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত শর্তের ব্যত্যয় না ঘটিয়ে যে সকল অংশে বাসেক কর্তৃক সন্নিবেশ/সংযোজন করা হয়েছে সে সকল অংশে প্রয়োজনীয় সংশোধন করত: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভেটিং গ্রহণ করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের পক্ষে মতামত প্রদান করেন।

৩.৬। আলোচনাতে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

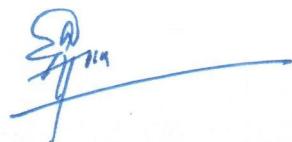
সিদ্ধান্তঃ

- (ক) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক আরোপিত শর্তের ব্যত্যয় না ঘটিয়ে যে সকল অংশে বাসেক কর্তৃক সন্নিবেশ/সংযোজন করা হয়েছে কেবলমাত্র সে সকল অংশে প্রয়োজনীয় সংশোধনী সাপেক্ষে “বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ১৯৮৯ এর ২(ছ) উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তফসিল-এর সংশোধনী অনুমোদন করা গেল। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সেতু বিভাগের মাধ্যমে উক্ত সংশোধনীর বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভেটিং গ্রহণ করত: পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
- (খ) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য উপ-সচিব পদমর্যাদার একটি ‘সচিব’ পদ সৃষ্টি এবং নিয়োগবিধিতে তা অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সেতু কর্তৃপক্ষ সেতু বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

আলোচ্যসূচি-৪ : বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় কাজের জন্য ২য় Operation & Maintenance Operator এর কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর নতুন Operator নিয়োগের অন্তর্ভুক্তিকালীন সময়ে সেতুর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় কাজের জন্য ২য় Operation & Maintenance (O&M) Operator, Marga Net One Ltd (MNOL) এর সাথে গত ৩০/৩/২০০৮ তারিখে ৫(পাঁচ) বছরের জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ১/৪/২০০৮ তারিখ হতে MNOL তাদের





কার্যক্রম শুরু করে। চুক্তি মোতাবেক MNOL এর মেয়াদ ৩১/৩/২০০৯ তারিখে শেষ হবে। ৩য় O&M Operator নিয়োগের লক্ষ্যে ১ম ও ২য় পর্যায়ে Pre-qualification Document (PQ) আহবান করা হলে উপযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠান না পাওয়ায় গত ২৪/১১/২০০৮ তারিখে ৩য় বারের মত PQ আহবান করা হয় এবং ৯টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ১২/২/২০০৯ তারিখে PQ ডকুমেন্ট পাওয়া যায়। উক্ত PQ ডকুমেন্ট মূল্যায়নের কাজ শেষ হয়েছে। শীর্ষই Tender document বিতরণ করা হবে এবং 3rd O&M Operator নিয়োগের কাজ সম্পন্ন করতে আরো প্রায় ২(দুই) মাস সময়ের প্রয়োজন হবে। বর্ণিত অবস্থায় অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য O&M সহ Toll Collection কার্যক্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন।

৪.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বর্তমান O&M Operator, MNOL বঙবন্ধু সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে চুক্তির শর্ত মোতাবেক তাদের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করেনি। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে বিকল Man hoist, Back Actor এবং Weigh Bridge মেরামত কাজ করেনি। চুক্তি মোতাবেক সেতুতে ফাটল দেখা দিলে Operator কর্তৃক মেরামত করার কথা থাকলেও তা মেরামত করেনি। সেতুর অবকাঠামোগত অবস্থা জানার জন্য চুক্তিতে বিভিন্ন ধরনের Test করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তা সম্পাদন করেনি। সেতু মেরামত সংক্রান্ত MNOL কর্তৃক ২১টি Essential Equipment ক্রয় করার কথা থাকলেও MNOL ১৯টি Essential Equipment সরবরাহ করেনি। এ বিষয়ে Notice of Non-Compliance এবং Final Notice ইস্যু করা হলে O&M Operator তাদের ১৮/৩/২০০৯ তারিখের পত্র মারফত জানিয়েছে যে প্রথম O&M Operator, JOMAC এর নিকট হতে দায়িত্ব নেওয়ার সময় যে সকল equipment বাসেক তাদের সরবরাহ করেনি এবং যেগুলো বর্তমানে সাইটে নেই সেগুলোই শুধু তারা সরবরাহ করতে বাধ্য। এ প্রেক্ষিতে তাদেরকে প্রদত্ত ১১/৩/২০০৯ তারিখের Final Notice প্রত্যাহারের জন্য Operator অনুরোধ জানিয়েছে। অন্যদিকে Joint Venture বিদেশী প্রতিষ্ঠান ইন্দোনেশিয়ান কোম্পানী PT Jasa Marga এর দীর্ঘদিন থেকেই O&M কাজের সংগে সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয়েনি।

৪.৩। বিকল্প পদ্ধতিতে সেতু পরিচালনা রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, বর্তমান অপারেটরের অধীনে ০৯টি সেকশনে ৩২৪ জন লোকবল কর্মরত আছে। এ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনেকেই সেতু উদ্বোধনের দিন থেকে স্ব-স্ব কাজে নিয়োজিত আছে এবং তারা ১ম O&M Operator এর অধীনেও কর্মরত ছিল। বাসেক হতে তাদেরকে তাদের স্ব-স্ব কাজে বহাল রেখে বর্তমান বেতন হার অনুযায়ী Daily Basis হারে বেতন প্রদান এবং Electricity bill, Gas bill, Fuel and lubricant bill পরিশোধসহ অন্তবর্তী ২-মাসের জন্য সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণের তত্ত্বাবধানে টোল আদায়সহ O&M কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে প্রায় ১০(দশ) বছরের পুরাতন টোল কালেকশনে ব্যবহৃত সফ্টওয়্যার বা টোল কালেকশন পদ্ধতির কোন যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে বর্তমান পদ্ধতি ব্যহত হতে পারে। অন্যদিকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মোট জনবল ১৬২ জন, যা বর্তমান O&M Operator এর অর্ধেক।

৪.৪। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, গত ০৯/০৩/২০০৯ তারিখে সেতু কর্তৃপক্ষের তৎকালীন নিবাহী পরিচালক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বঙবন্ধু সেতুর Operation & Maintenance এর দায়িত্বে নিয়োজিত MNOL-কে তাদের ০৫(পাঁচ) বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর চুক্তির অনুচ্ছেদ-৬৭ অনুযায়ী পরবর্তী ০২(দুই) মাস সময় বর্ধিত করার বিষয় বিবেচনা করা যায় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পর্যায়ে বর্তমান O&M Operator, Marga Net One Ltd. এর কার্যকাল চুক্তির Terms & Conditions অনুযায়ী ২(দুই) মাস বর্ধিত করা হলে উক্ত ২(দুই) মাসের জন্য Management Fee বাবদ MNOL-কে প্রতি মাসে ৯৭.০০ (সাতানৰই) লক্ষ টাকা (Route Patrolling সহ)করে ২(দুই) মাসে মোট ১.৯৪ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে।

৪.৫। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ বর্তমান O&M Operator এর অধীনে কর্মরত জনবলের মাধ্যমে সেতু কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে অন্তবর্তীকালীন সময়ে সেতুর O&M কার্যক্রম পরিচালনা করা নিরাপদ হবে না মর্মে মত ব্যক্ত করেন। কারণ বঙবন্ধু সেতু হতে প্রতিদিন টোল বাবদ আদায়কৃত প্রায় ৬০.০০ লক্ষ

টাকা সরকারী কোষাগারে জমাকরণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া উক্ত কর্মচারীদের কেউ কোন অর্থ আত্মসাংকেতিক করলে তা উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। অন্যদিকে অপর্যাপ্ত জনবলের কারণে সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জনবলের মাধ্যমেও সেতুর কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিকল্প কোন পদ্ধতি না থাকায় বঙ্গবন্ধু সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তির existing terms & conditions এবং মাসিক Management Fee বহাল রেখে বর্তমান O&M Operator এর মেয়াদ ১/৪/২০০৯ হতে দুই মাস অর্থাৎ ৩১/৫/২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। তাছাড়া সভায় O&M Operator নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থের পরিবর্তে Quality এর উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলেও অভিমত প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া দ্রুত 3rd O&M Operator নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্নের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৪.৬। আলোচনাতে সভায় নির্মল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত :

- (ক) বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টেল আদায় কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্তে Marga Net One Ltd. (MNOL) এর সাথে ৩০/৩/২০০৪ তারিখে সম্পাদিত চুক্তির অনুচ্ছেদ-৬৭ এবং existing terms & conditions এবং Management Fee বহাল রেখে অর্থাৎ মাসিক ৯৭.০০ লক্ষ টাকায় বর্তমান O&M Operator এর চুক্তির মেয়াদ ১/৪/২০০৯ হতে ৩১/৫/২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়টি অনুমোদন করা গেল। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ উক্ত সময়ের মধ্যে 3rd O&M Operator নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।
- (খ) Marga Net One Ltd. (MNOL) কর্তৃক সম্পাদিত অনিয়ম/ক্রটির বিষয়ে সেতু কর্তৃপক্ষ বিধি/চুক্তি মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

আলোচ্যসূচী-৫ : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার, মেশিনপত্র এবং মালামাল অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদন।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার, মেশিনপত্র এবং মালামাল অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নীতিমালা উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, “বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মোটরযান এবং নৌযান অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নীতিমালা” ও “বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কম্পিউটার, কম্পিউটার যন্ত্রাংশ, এসি, ফ্যান, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ, স্টেশনারী আসবাবপত্র ইত্যাদি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নীতিমালা” নামে দুটি নীতিমালা অনুমোদনের জন্য ৩১/১/০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সেতু কর্তৃপক্ষের ৮৭তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলে উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক সম্মতি গ্রহণের জন্য নীতিমালা দুটি ঘোষণাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ বিভাগ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৫.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৯/৬/০৮ তারিখের পত্র মারফত জানানো হয় যে, “মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং উহার আওতাধীন দপ্তর/পরিদপ্তরের মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নীতিমালাটি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখা হতে জারী করা হয়েছে। এ নীতিমালা অনুযায়ী মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তি করা হয় বিধায় উল্লেখিত বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সওব্য অনুবিভাগের কিছু করণীয় নেই”। এ প্রেক্ষিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার ৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দুটি খসড়া নীতিমালা একীভূত করে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। যা অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিচালক সভায় অনুরোধ করেন। এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে নীতিমালার ভূমিকায় “বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত” কথাটি অন্তর্ভূতির বিষয়ে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।

৫.৩। আলোচনাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্তঃ

অনুচ্ছেদ-৫.২ এর আলোকে সংশোধন সাপেক্ষে “বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মোটরযান, মৌখান, কম্পিউটার মেশিনপত্র এবং মালামাল অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নীতিমালা” অনুমোদন করা গেল।

আলোচ্যসূচি-৬ : মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতুর টোল আদায়ের জন্য নিয়োগকৃত ইজারাদারের মেয়াদ মাননীয় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ৪৫ দিনের অতিরিক্ত ৩(তিনি) মাস সময় বৃদ্ধি।

উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অধীনে নির্মিত মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু গত ১৮/০২/০৮ তারিখ যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং সেতুর টোল আদায়ে নিয়োজিত ইজারাদারের মেয়াদ গত ১৮/০২/০৯ তারিখ শেষ হয়েছে। ইজারার মেয়াদ সমাপ্তির পূর্বেই ২য় মেয়াদে ইজারাদার নিয়োগের জন্য দরপত্র আহবান করা হলে ইজারাদারের মামলার প্রেক্ষিতে মাননীয় মুসীগঞ্জ জেলা জজ আদালত ন্যায় বিচারের স্বার্থে আপত্তি দাখিল বা আপত্তি শুনানী না হওয়া পর্যন্ত বা পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত দরপত্র আহবানের প্রক্রিয়া যে অবস্থায় বিরাজমান তদাবস্থায় স্থিতিবস্থা (Statusque) বজায় রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী ইজারাদার ১৮/০২/০৯ তারিখ হতে ইজারার চুক্তির মূল্য অনুযায়ী প্রতিদিনের জন্য নির্ধারিত ১,২৭,৯৫৪.০০ টাকা হিসাবে ৪৫ দিনের জন্য মোট ৫৭,৫৭,৯৩০.০০ টাকা কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী ০৪/০৪/২০০৯ তারিখে ইজারাদারের মেয়াদ শেষ হবে। মামলাটি Vacate করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেওয়া হলে মুসীগঞ্জ জেলার সরকারী কৌসুলী (জিপি) ইজারাদার নিয়োগের জন্য টেক্তার আহবান করতে কোন আইনগত বাঁধা নেই মর্মে জানায়।

৬.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, নতুন ইজারাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ১ম বার দরপত্র আহবান করা হলে কোন দরপত্র জমা পড়েনি। ২য় বার দরপত্র আহবান করা হলে মাননীয় মুসীগঞ্জ জেলা জজ আদালতের Stay order থাকায় কোন দরপত্র জমা পড়েনি। কাঞ্চিত ইজারা মূল্য পাওয়ার জন্য আরো কয়েকবার দরপত্র আহবান করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে নির্বাহী পরিচালক সেতুর টোল আদায়ে ইজারাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে আরোও সময়ের প্রয়োজন হবে বিবেচনায় বর্তমান ইজারাদারের মেয়াদ ৪/৪/০৯ হতে অতিরিক্ত ৩(তিনি) মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। এ প্রেক্ষিতে সভায় উপস্থিতি সম্মানিত সদস্যগণ ২(দুই) মাস বৃদ্ধির বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৬.৩। এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্তঃ

মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতুর বর্তমান ইজারাদারের মেয়াদ বর্তমান চুক্তিমূল্যের হার অনুযায়ী ৪/৪/২০০৯ হতে অতিরিক্ত ২(দুই) মাস সময় বৃদ্ধির বিষয়টি অনুমোদন করা গেল। উক্ত সময়ের মধ্যে নতুন ইজারাদার নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৭ : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭ এবং ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ধার্যকৃত লভ্যাংশ/মুনাফা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান।

অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭ এবং ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ধার্যকৃত লভ্যাংশ/মুনাফা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার বিষয়টি উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে,

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ একটি স্বায়ত্ত্বাসিত প্রতিষ্ঠান। এ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু সেতু হতে আদায়কৃত টোলের অর্থ বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণে গৃহীত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ এবং কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদিসহ অন্যান্য কাজে ব্যয় করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু সেতুর ফাটল মেরামতে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল হতে ২২০.০০ কোটি টাকা বহন করতে হবে এবং পদ্মা সেতু প্রকল্পেও এ কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল হতে অর্থায়ন করতে হবে। তাছাড়া আয়কর বিভাগ হতে বকেয়া আয়কর বাবদ ১৩১.০৮ কোটি টাকা দাবী করা হয়েছে। এ অবস্থায় অর্থ বিভাগ কর্তৃক ধার্যকৃত লভ্যাংশ প্রদান করা হলে আয়কর বিভাগ-কে লভ্যাংশের সূত্র ধরে বকেয়া আয়কর বাবদ ১৩১.০৮ কোটি টাকাসহ প্রতি বছর প্রায় ৫০.০০ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে।

৭.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, প্রতি বছর দু'টি Chartered Accountant Firm এর মাধ্যমে সেতু কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয়ের হিসাব অডিট করা হয়ে থাকে। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে Chartered Accountant Firm এর দাখিলকৃত অডিট রিপোর্ট হতে দেখা যায় যে, উক্ত অর্থ বছরে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আয় ১৯৭.২৭ কোটি টাকা এবং ব্যয় ২২০.৬১ কোটি টাকা (Depreciation বাবদ ৮২.৩৮ কোটি টাকাসহ)। অর্থাৎ বাজেট ঘাটাতি ২৩.৩৪ কোটি টাকা। সেই অনুযায়ী বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় অতি কর্তৃপক্ষের জন্য অর্থ বিভাগ কর্তৃক ধার্যকৃত লভ্যাংশ প্রত্যাহারের জন্য নির্বাহী পরিচালক সভায় প্রস্তাব করেন।

৭.৩। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী Depreciation এর জন্য ব্যাংকে আলাদা হিসাব (Account) খুলে তাতে Depreciation বাবদ প্রদর্শিত অর্থ জমাকরণের বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন। নতুন অর্থ বিভাগ কর্তৃক ধার্যকৃত লভ্যাংশ এবং আয়কর বিভাগের ধার্যকৃত আয়কর পরিশোধ করতে হবে মর্মে উল্লেখ করেন। এ পর্যায়ে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ Depreciation এর জন্য ব্যাংকে আলাদা হিসাব খুলে তাতে Depreciation এর অর্থ জমাকরণ এবং জমাকৃত উক্ত অর্থ স্থায়ী আমানত (FDR) হিসেবে বিনিয়োগের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের মতামত গ্রহণের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৭.৪। আলোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত :

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার জন্য অডিট ফার্ম কর্তৃক দাখিলকৃত অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে Depreciation বাবদ প্রদর্শিত অর্থ ব্যাংকে আলাদা হিসাব (Account) খোলাৰ মাধ্যমে তাতে উক্ত অর্থ জমাকরণ এবং জমাকৃত অর্থ স্থায়ী আমানত (FDR) হিসেবে বিনিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সেতু বিভাগের মাধ্যমে অর্থ বিভাগ হতে মতামত গ্রহণ করবে।

আলোচ্যসূচী-৮ : বঙ্গবন্ধু সেতুর পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় পূর্ব ও পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকায় নির্মিত প্রাথমিক বিদ্যালয় (গণপাঠ্যাগার)-এর অনুকূলে জমি বরাদ্দ।

বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকায় নির্মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুকূলে জমি হস্তান্তরের বিষয়টি উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, পুনর্বাসন প্রকল্পের অধীনে সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে স্কুল, মাঠ, মসজিদ, পাকা মার্কেট, স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র ইত্যাদি নাগরিক সুবিধা সম্পর্কে দু'টি পুনর্বাসন এলাকা গড়ে তোলা হয়। উক্ত এলাকায় নির্মিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'টি পরিচালনাসহ পুনর্বাসন এলাকার বনায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গত ১৮/১০/১৯৯৯ তারিখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক) এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে ৭৫,৮৮,১৪০/- টাকার ২৯ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে ১ম কিস্তি বাবদ ২৬,৪৭,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন কাজে অসংগতি পরিলক্ষিত হওয়ায় আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হলে সেতু কর্তৃপক্ষকে কোন কিছু না জানিয়ে স্কুলের শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদিসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ বন্ধ এবং ৩/৪/২০০৪ তারিখ হতে স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৮.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে স্কুল দু'টি পরিচালনার দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দিয়ে সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার লক্ষ্যে সেতু বিভাগের সচিবের ১৪/১০/২০০৮ তারিখের ডি.ও. লেটারের মাধ্যমে অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ২২/১০/২০০৮ তারিখের ডি.ও. লেটারের মাধ্যমে স্কুল দু'টি নিবন্ধন করে কর্মরত শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করার পরামর্শ দেন। তবে বেসরকারী স্কুল রেজিস্ট্রীকরণ সময় সাপেক্ষে বিধায় কর্মরত শিক্ষকদের আর্থিক সংকটের বিষয়টি বিবেচনায় এনে স্কুল দু'টি আপাততঃ কমিউনিটি বিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তবে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী সেতু কর্তৃপক্ষের অধ্যাদেশের প্রেক্ষিতে যে জমির উপর স্কুল দু'টি নির্মিত তা স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির নামে দলিল করে দেওয়া সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে আইনগত জটিলতা পরিহারকল্পে “স্কুল ২টি পরিচালনার স্বার্থে যতদিন প্রয়োজন ততদিনের জন্য বর্ণিত জমি ব্যবহার করা হলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কোন আপত্তি থাকবে না” মর্মে পূর্ব ও পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকায় যথাক্রমে ১.১৪২ একর এবং ০.৬২০৩ একর জমি স্কুল পরিচালনার স্বার্থে ব্যবহারের বিষয়ে সেতু কর্তৃপক্ষ হতে অঙ্গীকারনামা দেওয়া যেতে পারে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৮.৩। এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্তঃ

বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম ও পূর্ব পুনর্বাসন এলাকায় অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ২টিকে কমিউনিটি বিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে যথাক্রমে ০.৬২০৩ একর ও ১.১৪২ একর জমি স্কুল পরিচালনার স্বার্থে যতদিন প্রয়োজন হয় ততদিনের জন্য ব্যবহার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে অঙ্গীকারনামা প্রদান এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাথে সম্পাদিত চুক্তি সংশোধনের ক্ষমতা নির্বাহী পরিচালক-কে প্রদানের বিষয়টি অনুমোদন করা গেল।

৯। সময় স্বল্পতার জন্য আলোচ্যসূচি-৯ : “বঙ্গবন্ধু সেতুর ভবিষ্যৎ টোল আয়ের বিপরীতে সিকিউরিটি ইন্সুরেন্স করা” এবং আলোচ্যসূচি-১০ : “বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (সংশোধিত) বাস্তবায়নে অনিয়ম” সভায় আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। এই আলোচ্যসূচিগুলো পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০। সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখ : /০৩/২০০৯


(সৈয়দ আবুল হোসেন) ৩০.০৩.০৯
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ



**২৫ মার্চ, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের
৯৩তম বোর্ড সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ।**

**২৫ মার্চ, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের
৯৩তম বোর্ড সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ।**

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	স্বাক্ষর
১	মহেশ বিশ্বনাথ রামনন্দ পুর্ণীন প্রাপ্তিজ্ঞা	BBA	৩/১ ২৭৩
২	মিসেস ক্রিস্টারি এসিএসিঃ মার্টিন	পানি ব্যবস্থা বাস্তব লক্ষ্য	৩/২ ২৫/০৩/০৯
৩	মেঘ: মুকুল হক চুক্ষুরাচিত	দ্রোণি মন্ত্রণালয়	৩/৩ ২৫/০৩/০৯
৪	অমোজন হুক মুজ-মাচিত (পঃ)	বালক চলচ্চিত্র	৩/৪ ২৫/০৩/০৯
৫	চিন্দি পেখনুঁ কেন্দ্ৰীয়	অসম বিভাগ	৩/৫ ২৫/০৩/০৯
৬	বিজে: রেন: প্রিয়ম কুমাৰ হোৱা অধিবেশন, গুৱাহাটী	জাতৈকোষ- মিলিউনি য়ার্স, (২০০২)	৩/৬ ২৫/০৩/০৯
৭	শেঁও প্রিয়মুন্নুবৰ্ম ডেলি. পিনেলু (পঃ)	BBA	৩/৭ ২৫/০৩/০৯
৮	শেঁও প্রিয়মুন্নুবৰ্ম ডেলি. পিনেলু (পঃ)	BBA	৩/৮ ২৫/০৩/০৯
৯	মেঘ: মুকুল হক	BBA	৩/৯ ২৫/০৩/০৯
১০	শেঁও প্রিয়মুন্নুবৰ্ম ডেলি. পিনেলু (পঃ)	BBA	৩/১০ ২৫/০৩/০৯
১১	মেঘ: মুকুল হক মুক্তি: প্রাপ্তি: (প্রেস-১-২)	আংগুলী-মুকুল বাল্পথ	৩/১১ ২৫/০৩/০৯